আমাদের ভালোবাসা দিবস

আবদুল্লাহ আল মামুন

পৃথিবী জুড়েই আজ সন্ত্রাস, খুনোখুনি, অশান্তি। এর মধ্যেই আমরা ভালো থাকার জন্য নানা কিছু খুঁজে বেড়াই। প্রতীক হিসেবে অনেকগুলো দিবস আমরা পালন করি। সুতরাং ভালোবাসার জন্য একটি নির্ধারিত দিন থাকবে, এটা তো ভালোই মনে হয়। তবে

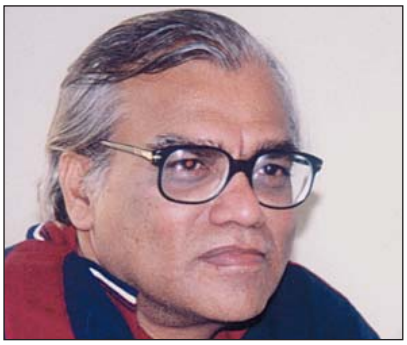

এই একটি দিনকে কেন্দ্র করে উশৃঙ্খল কিছু না করলেই হলো। অতিরিক্ত সব কিছুর জন্যই খারাপ। আমাদের ছেলে মেয়েরা আনন্দ খুঁজে বেড়ায়। আনন্দ তো জীবন থেকে হারিয়েই যাচ্ছে থাকনা একটি দিন ভালোবাসার জন্য।

আমরা সেই সময় যে কী করতাম ভালোবাসা প্রকাশের জন্য এখন তা ভালো করে মনেও নেই। সেভাবে সুযোগও ছিল না। তবে এইটুকু মনে আছে যে, তখন ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি বোধহয়। আমার এক চাচার রুমাল চুরি করেছিলাম একবার। সেই রুমালে খুব সম্ভবত গোলাপ ফুলই হবে। আমি যাকে সেই সময় পছন্দ করতাম তাকে অনেক ভালোবেসে উপহার দিয়েছিলাম। তখন তো আর বিশেষ কোনো দিন ছিল না ভালোবাসা প্রকাশের জন্য। যে কোনো দিন ভালোবাসা প্রকাশে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু তা এতো প্রকাশ্যে করা সম্ভব ছিল না। গোপনেই চলতো আমাদের ভালোলাগাগুলো। আর তা প্রকাশও করতাম গোপনেই। এর মধ্যেই কোনো কোনো ভালোবাসা পরিণতি পেত, কোনোটা পেত না।

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

আমরা তো আর পৃথিবীর বাইরে নই। সুতরাং সব কিছুর সঙ্গেই আমাদের অভ্যস্ত

হতে হচ্ছে। তবে এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে নিয়ে অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের যতোটা মাতামাতি। আমাদের ততোটা নেই। ইয়াং ছেলেমেয়েদের এনার্জি আছে, সময় আছে ওরা পারে। আমার তো মনেই থাকে না। জীবন যুদ্ধে যাদের প্রতিনিয়ত ছুটতে হচ্ছে, তারা এই সমস্ত আবেগের মূল্য দিতে পারে না। তবে আমরা যেহেতু আধুনিক যুগেই আছি, তাই এর বাইরে চাইলেও থাকা যায় না। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এটা নিয়ে মাতামাতি করে আনন্দ পায়। মন্দ কি? আমাদের সময় প্রেম প্রকাশ করাটা তো ওভাবে স্বীকৃত ছিল না। যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গেই কাজটি করতে হতো।

বুলবুল আহমেদ

আমার কাছে প্রতিটা দিনই ভালোবাসার দিন। ভালোবাসার ইচ্ছে হলে কি আর দিনক্ষণ দেখে করা যায়? ভালোবাসা এমন একটা বিশাল ব্যাপার যাকে একটি দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তবে কেউ যদি একটি দিনকে ভালোবাসা প্রকাশের জন্য বেছে নেয় তবে কারো কোন ক্ষতিও নেই।

আমার কাছে ফেব্রুয়ারি মাসটাই একটু বেশি ভালোবাসার। কারণ এ মাসেই আমি বিয়ে করি। আমরা তখন খুব সহজে ভালোবাসার কথা বলতে পারতাম না। এক্সপ্রেশন দিয়ে বোঝাতাম। তাও গোপনে। সেটাও অনেক বড় পাওয়া ছিল। আজকাল

তো ভালোবাসা প্রকাশের কত উপকরণ। চলতি হাওয়াকে আমরা এড়িয়ে চলতেও পারবো না খুব বেশি। তবে ভালোবাসা অবারিত, বিশাল। একে প্রকাশ করার জন্য কোনোদিন সীমাবদ্ধ হবে এটা আমি মেনে নিতে পারি না।

আলী যাকের

১৪ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত হয়েছে ভালোবাসা দিবস। আমি মনে করি না ভালোবাসার জন্য অথবা ভালোবাসা প্রকাশের জন্য কোনো একটা নির্দিষ্ট দিন থাকা খুব একটা জরুরি। যার সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক আছে তাকে তো সব সময়, প্রতিদিন ভালোবাসা চলতে পারে। তার মানে যারা এই দিনটিকে পালন করতে চান বা পালন করে আনন্দ পান তাদের বিরুদ্ধে আমার কোন বক্তব্যও নেই। কারো কোনো ক্ষতি না হলেই হলো। শুধু খেয়াল রাখতে হবে অতি স্বাধীনতা ভোগে কোথাও যেন কোনো বিপত্তি না ঘটে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই, প্রতিদিন সকালে আমি হাঁটতে যাই। দেখি একটি স্কুলে পড়ুয়া মেয়ে আর তার থেকে বড় একটা ছেলে প্রেম করছে পার্কে। এতো সকালে মেয়েটিকে দেখে আমার খুব মায়া হয়। জীবনানন্দ দাশের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে- 'বালিকা তুমি কি জানো, তুমি কী করিতেছ?' আমাদের দেশে যেহেতু নারী-পুরুষের সম্পর্কটা খুব সহজ নয়। তাই ভয় হয় এই দিনগুলো যেন আবার বদহজম না হয়ে যায়।

আমাদের সময় ভালোবাসার কোনো বিশেষ দিনের প্রয়োজনই হতো না। একই সঙ্গে দশজনকে ভালো লাগতেই পারতো। এজন্য নির্ধারিত দিনের দরকার হতো না। ঘটা করে প্রকাশেরও তো কোনো প্রয়োজন নেই। তাই ব্যাপারটা অতটা আড়ম্বরপূর্ণ না হলেও আবেগপূর্ণ ছিল কিন্তু।

সারা যাকের

পুরো ব্যাপারটাই তো মূলত মার্কেট ওরিয়েন্টেড। এই দিনটিকে সামনে রেখে সারা বিশ্বব্যাপী চলছে বিশাল বাণিজ্য। '৭১-এর

পরবর্তীতে আমরা যারা তরুণরা তখন থিয়েটার করতাম যথেষ্ট ফ্রি ছিলাম। কোনো মৌলবাদী চাপ ছিল না, প্রভাব ছিল না। ভালো লাগা ভালোবাসারও কোনো সীমাবদ্ধ দিন ছিল না। বরং এখনই বোধ হয় অভাবটা প্রকট। আমার মনে হয় মিডিয়া এখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। সবাই এখানে হাতের পুতুল মাত্র। কারো কারো জন্য দিনটি হয়তো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতেও পারে। তবে ভালো লাগার বা ভালোবাসার কি কোনো নির্ধারিত দিন প্রয়োজন হয়?

ফেরদৌসী মজুমদার

জীবন যত জটিল হচ্ছে, যত আনন্দ নষ্ট হচ্ছে, যত সন্ত্রাস বাড়ছে ততো ভালোবাসার প্রয়োজন হচ্ছে। ভালোবাসার জন্য বিশেষ দিনের প্রয়োজন হচ্ছে। পৃথিবীতে ভালোবাসা কমে যাচ্ছে। মানুষ জীবনে ডিসাটার্ব হচ্ছে। তাই খুঁজে বেড়াতে হয় ভালোবাসা। ব্যবসায়িক ভাবেও ব্যাপারটি ভাবা যেতে পারে। আবার পাশ্চাত্য জীবনে পারিবারিক বন্ধন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে বলে বিশেষ বিশেষ দিন নির্বাচন করতে হয়। মা দিবস, বাবা দিবস, বন্ধু দিবস, ভালোবাসা দিবস। কিন্তু

ভালোবাসা বা অন্যান্য সব কিছুই কোনো নির্দিষ্ট দিনে বেঁধে রাখার কোনো অর্থ নেই। প্রতিদিনই ভালোবাসা পাওয়া যায় চাইলে। প্রতিদিনই মা, বাবা, বন্ধুদের জন্য ভালোবাসার দিন হতে পারে।

রামেন্দু মজুমদার

ভালোবাসার জন্য আলাদা একটা দিন যদি থাকেই, অসুবিধা কী? পৃথিবীতে তো আক্ষরিক অর্থেই এখন ভালোবাসা প্রয়োজন। আমাদের সময় তো আর আর্চিস, হলমার্ক

এইসব ছিল না। তাই বলে ভালোবাসা প্রকাশেও কমতি ছিল না। নির্দিষ্ট দিন সেভাবে না থাকলে ১লা ফাল্গুনে মনটা একটু উদাস হতো কিন্তু। চোখ দুটো এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াতো কিন্তু। ভালোবাসা তো গন্ডিতে বেঁধে রাখার বিষয় নয়। সারা বছর জুড়েই চলতে পারে এর প্রকাশ। তবে তা যেন হয় রুচিসম্মত। স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে এমন কিছু করা উচিত নয় যা কিনা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের ক্ষেত্রেই খারাপ প্রভাব ফেলে। আমরা ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য বড় জোর ফুলকে বেছে নিতাম। তখন এই ফুল দেয়াটাও বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। এখন তার পরিবর্তন এসেছে। ছেলেমেয়েরা নানা কিছু উপহার দিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করে। ক্ষতি নেই। ভালোই তো।

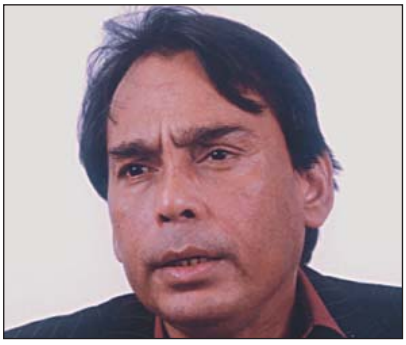

হুমায়ুন ফরীদি

আমাদের সময় ভালোবাসা ছিল না তো! ভালোবাসিনি তো আমরা। তখন এই ব্যাপারটিই ছিল না। এখন কি ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসার দিন? তাই নাকি? আচ্ছা, আচ্ছা।

ইমদাদুল হক মিলন

তখন তো এতো সুন্দর সুন্দর কার্ড পাওয়া যেত না। সুন্দর সুন্দর ছবি ক্যালেন্ডার বা অন্য কোথাও থেকে কেটে নিজের হাতে বানাতাম। যাকে ভালো লাগতো দিতাম।

অনেক সময় সেই কার্ডের ভাঁজে আবার কয়েকটা গোলাপের পাপড়িও থাকতো। আমি যখন ১৯৮০ সালে জার্মানি থেকে ফিরে এলাম তখন কিন্তু এখানে যারা একটু স্মার্ট একটু খবরা খবর রাখতো তারা কিন্তু দিনটি পালন করতো। আমি তেমন একটা সার্কেলেই মিশতাম। এমন একটা দিন কারো কারো জন্য তো নিশ্চয়ই অর্থবহ।

এন্ড্রু কিশোর

আমাদের জীবনে তো তেমন আনন্দময় কিছু নেই। তাই যদি কোনো ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো একটি দিন ধার্য করা হয় তাহলে ক্ষতি কি? আমার তো কোনো খারাপ কিছু মনেই হয় না। সারাদিন আমরা কাজের পেছনে জীবিকার

পেছনে ছুটছি। তার মাঝে একটু আনন্দ দেয়ার জন্য যদি কোনো কিছুর প্রচলন হয় কোনো অসুবিধা তো নেই। আমার মনে হয় এটাও জীবনের প্রয়োজনেই এসেছে। আমাদের সময়ে তেমন কিছু তো দেখানোর মতো ছিল না। হয়তো কাউকে ভালো লেগেছে তা প্রকাশ করার জন্য খুব বেশি ফুলটাই সবেধন নীলমণি ছিল। তাও আবার কারো বাগানের থেকে চুরি করে। এখনকার ছেলেমেয়েদের তো কত সুযোগ। সেটা তো অবশ্যই ভালো কিছুরই ঈঙ্গিত দেয়।

পাপিয়া সারোয়ার

আমি বিষয়টিকে সম্পূর্ণ পজেটিভ মনে করি। আমাদের সংস্কৃতিতে এটা ছিল না। পাশ্চাত্য থেকে ধীরে ধীরে আমাদের সংস্কৃতিতেও ঢুকে যাচ্ছে। সব ভালো জিনিস নিশ্চয়ই ভালো কিছুই বয়ে নিয়ে আসে। আর ভালোবাসা তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিষয়ের একটি। যেহেতু আমাদের সময় তেমন সুযোগ ছিল না। এখনকার বাচ্চাদের দেখে তাই ভালো লাগে। তবে ভালোবাসাটা যেহেতু একটা মূল্যবান বিষয় সেটাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করে তার প্রকাশ হওয়া উচিত। বিষয়টা হালকা হয়ে গেলে এর গুরুত্বও কমে যাবে। সুন্দর জিনিসকে সুন্দর করার দায়িত্বটা আমাদেরই।

শিল্পী মহলানবীশ